আঁধার রাতে
আলোর খোঁজে
শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

লেখক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতেড়গাড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তার 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়াও তার কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসির এবং ছয় খণ্ডে রচিত রিয়াজুস সালিহিনের ব্যাখ্যাগ্রন্থটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

না জ রা না

সোনালি যুগের যত সোনার মানুষ

আঁধার রাতের নির্জন প্রহরে যাঁরা জ্বালাতেন কিয়ামুল লাইলের ঝলমলে দীপশিখা

যাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমরাও শামিল হতে চাই

অগ্রগামীদের কাফেলায়...

–আমীমুল ইহসান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের আরজ

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) সিরিজ। তার উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—

বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—আঁধার রাতে আলোর খোঁজে।' মূল আরবি নাম (أولئك الأخيار)। বইটিতে উঠে এসেছে মহা ফজিলতপূর্ণ ইবাদত কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের কথা। শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে কিয়ামুল লাইলের প্রতি সালাফের ভালোবাসার নির্মল চিত্র, আঁধার রাতের নির্জন প্রহরে প্রিয় রবের সঙ্গে তাদের একান্ত আলাপচারিতার অনুপম আলেখ্য। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরা হয়েছে কিয়ামুল লাইলের বিপুল গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা। আরও বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামুল লাইলের তাওফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ এবং তাহাজ্জুদ আদায়ে সহায়ক কিছু কর্মসূচি। স্থানে স্থানে সংযোজিত একঝাঁক চয়িত কাব্যাংশ বইটির আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে।

সালাফের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলোর আলোকে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সোনালি যুগের সোনার মানুষদের কিয়ামুল লাইল আদায়ের অনুপম দৃশ্য—তাদের রাত্রি জাগরণের আলো-ঝলমলে উপাখ্যান। আশা করি, বইটি আপনার অন্তরে জাগিয়ে তুলবে কিয়ামুল লাইলের

ভালোবাসা। হৃদয়জুড়ে ছড়িয়ে দেবে রাতের নির্জন প্রহরে রবের সঙ্গে একান্ত আলাপনের মধুর তামান্না।

প্রিয় পাঠক, চলুন ভেতরে যাই। শাইখের অভিনব উপস্থাপনায় অবগাহন করি ইলমের অনাস্বাদিত পাঠে। চলুন, সোনালি যুগের বরেণ্য মনীষীদের সহযাত্রী হয়ে ঘুরে আসি কিয়ামুল লাইলের মুবারক অঙ্গন থেকে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো সুন্দর পরামর্শ, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রামাণ্য সংশোধনী আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র আমলকে কবুল করেন; এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমীমুল ইহসান
৮ জুলাই, ২০২১ ইসায়ি

সূচিপত্র

অবতরণিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَيَسَّرَهُمْ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوْصِلَةِ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَتَّخِذُوْا سِوَاهَا شُغُلاً، وَسَهَّلَ طُرُقَهَا فَسَلَكُوا السَّبِيْلَ الْمُوْصِلَةَ إِلَيْهَا ذُلُلاً، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِيْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাওস প্রস্তুত করেছেন এবং জান্নাতের পাথেয়স্বরূপ তাদেরকে নেক আমলের তাওফিক দিয়েছেন; তাই তারা সর্বদা আমলে লিপ্ত থাকে। তিনি তাদের জন্য জান্নাতের পথকে সহজ ও সুগম করেছেন। সালাত ও সালাম নাজিল হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুলের ওপর, যিনি রাতে এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

হামদ ও সালাতের পর...

সৎলোকদের সাহচর্য, নেককারদের সঙ্গে ওঠাবসা এবং পুণ্যবানদের জীবনচরিত অধ্যয়ন অন্তরে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। বিপুল চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তারা যে অবস্থানে পৌঁছেছেন তাদের জীবনকথা শুনে অন্যান্যরাও তাদের পথে চলার প্রেরণা পায়। আর

মানুষের হৃদয়ও উপদেশ এবং উৎসাহের মুখাপেক্ষী—বিশেষ করে বর্তমান যুগে, যখন মানুষ দীর্ঘ আশার ধোঁকায় পড়ে তুচ্ছ দুনিয়ার পেছনে ছুটছে।

তাই পাঠকদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤلاء) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' সিরিজের তৃতীয় বই (أولئك الأخيار) 'আঁধার রাতে আলোর খোঁজে'। এতে কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—যা আমাদের সালাফের আমলনামার একটি আলোকিত অধ্যায়।

আশা করি, এই বইয়ের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় গাফিলতির মরণ ঘুম থেকে জেগে উঠবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন।

আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

কিয়ামুল লাইল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

'যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং আপন রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

তিনি আরও বলেন :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ - كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

'মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত ও ঝরনাধারার মাঝে। তাদের রবের দেওয়া নিয়ামত উপভোগ করবে। কারণ পার্থিব জীবনে তারা নেককার ছিল। তারা রাতের সামান্য অংশই

---

১. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৯।

ঘুমিয়ে কাটাত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।'[২]

যে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়, তার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

«ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ»

'সে এমন ব্যক্তি, যার উভয় কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।' অথবা তিনি বলেছেন, 'তার কানে।'[৩]

আল্লাহ তাআলা কিয়ামুল লাইলের ফজিলত বর্ণনা করে বলেন :

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾

'নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অধিক অনুকূল।'[৪]

ইবনে কাসির ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'দিনের নামাজের চেয়ে রাতের নামাজে কিরাআত সুস্পষ্ট হয় এবং তার মর্ম অন্তরে বেশি বদ্ধমূল হয়; কারণ দিনের বেলা

---

২. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৫-১৮।

৩. সহিহুল বুখারি : ৩২৭০, সহিহু মুসলিম : ৭৭৪; আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত।

৪. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ৬।

লোকের আনাগোনা এবং শোরগোল থাকে। তা ছাড়া দিন হলো জীবিকা নির্বাহের সময়।'[৫]

কিয়ামুল লাইল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মুজাহাদা ও সাধনা করার এক বড় মাধ্যম। নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত, বিশেষ করে শান্ত ও নিরিবিলি সময়ের ইবাদত মানুষের নফস ও প্রবৃত্তির ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। তাই যারা কিয়ামুল লাইল আদায় করে, তারা খাঁটি মুমিন হওয়ার ব্যাপারে খোদ আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদেরকে বিশাল পুরস্কারের ওয়াদাও দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন :

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ - تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

'কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ইমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে[৬] এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

---

৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৪৩৬।
৬. এটি সিজদার আয়াত।

কেউ জানে না তাদের জন্য কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।'[৭]

প্রিয় ভাই,

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ এমন এক ইবাদত, যা কলবকে রবের সঙ্গে জুড়ে দেয়, দুনিয়ার ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা থেকে হিফাজত করে এবং কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। যে সময় সকল আওয়াজ থেমে যায়, চোখগুলো ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়, নিদ্রার ঘোর আবেশে মানুষ পাশ পরিবর্তন করে ঘুমায়—সে সময় তাহাজ্জুদগুজার লোকেরা কোমল বিছানা ও আরামদায়ক শয্যা ত্যাগ করে রবের ইবাদতে দাঁড়িয়ে যায়। রাতের খুব অল্প সময়ই তারা ঘুমায়। তাই তো কিয়ামুল লাইলকে দৃঢ় সংকল্পের মানদণ্ড ও পরিশুদ্ধ আত্মার পরিচায়ক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদগুজার লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

---

৭. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ১৫-১৭।

‘যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং আপন রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।’[৮]

কিয়ামুল লাইল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইল আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন :

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ»

‘তোমাদের জন্য তাহাজ্জুদ আদায় করা আবশ্যক। কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অনুসৃত রীতি। তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়; মন্দ কাজের কাফফারা এবং শরীরের রোগ-প্রতিরোধক।’[৯]

কিয়ামুল লাইলের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যত্র তিনি বলেন :

---

৮. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৯।
৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৪৯।

«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ»

'ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ সালাত হলো তাহাজ্জুদের সালাত।'[১০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইলের প্রতি খুব বেশি যত্নবান ছিলেন। ঘরে কিংবা সফরে কখনোই তিনি তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। তিনি গোটা মানবজাতির সর্দার—সকল আদম-সন্তানের নেতা। তাঁর পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তবুও তিনি এত বেশি কিয়ামুল লাইল করতেন যে, তাঁর পা মুবারক পর্যন্ত ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার তো পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তবুও আপনি এত কষ্ট করেন কেন?

উত্তরে তিনি বলেন :

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

'আমি কি তবে কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[১১]

মহা পুরস্কার ও কল্যাণের সুসংবাদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইলের প্রতি উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

---

১০. সহিহু মুসলিম : ১১৬৩।

১১. সহিহুল বুখারি : ৪৮৩৬, সহিহু মুসলিম : ২৮১৯।

«إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

'রাতে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোনো মুসলিম বান্দা ওই সময়ে আল্লাহর কাছে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দান করবেন।'[১২]

এটি আমাদের প্রতি আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া।

ইবাদতের এসব উর্বর মুহূর্ত ও রাতসমূহের ব্যাপারে উমর বিন জার ﷺ বলেন, 'নিজেদের কল্যাণের জন্য রাত ও রাতের আমল করো—আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন—কারণ রাত ও দিনের কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে, সে ঠকেছে। রাত ও দিনকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য ইবাদতের মাধ্যম বানিয়েছেন আর গাফিলদের জন্য বিপদ—কারণ তারা ইবাদতের ব্যাপারে অবহেলা করে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। সুতরাং জিকিরের মাধ্যমে নিজেদের কলবকে জীবন্ত রাখো। কারণ আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই কলব জীবিত থাকে। কিয়ামত দিবসে যখন ইবাদতকারীরা আল্লাহর বিশেষ মর্যাদা ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে, তখন অনেক ঘুমকাতুরে তাদের দীর্ঘ ঘুমের জন্য আফসোস করবে। সুতরাং জীবনকে মূল্য দাও। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি

---

১২. সহিহ মুসলিম : ৭৫৭।

রাত ও প্রতিটি দিনকে মূল্যায়ন করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর রহম করুন।'[১৩]

হে ভাই,

আজই সওদা করে নাও। কেননা, আজ আমলের বাজার বসেছে। মালামাল সস্তা দরে বিক্রি হচ্ছে। অর্থও তোমার হাতে আছে। কিন্তু অচিরেই এই বাজার বন্ধ হয়ে যাবে—তখন তুমি চাইলেও আর কিছুই কিনতে পারবে না। ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ 'সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন।'[১৪] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ 'সেদিন জালিম অনুশোচনায় তার হাত কামড়াবে।'[১৫-১৬]

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'কবরের অন্ধকার দূর করার জন্য রাতের অন্ধকারে দুই রাকআত সালাত পড়ো।'[১৭]

আহমাদ বিন হারব ﷺ ঘুমকাতুরেদের ঘুম এবং গাফিলদের গাফিলতির ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে দেখে আমি খুবই অবাক হই, যে জানে যে, তার ওপরে জান্নাত সজ্জিত এবং নিচে জাহান্নাম প্রজ্বলিত; তারপরও সে উভয়ের মাঝে কীভাবে ঘুমিয়ে থাকতে পারে?!'[১৮]

---

১৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১০৯।
১৪. সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ৯।
১৫. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৭।
১৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৪ পৃ.।
১৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২৬৪ পৃ.।
১৮. আল-ইহইয়া : ৪/৪৩৫।

তাই তুমি সালাফগণকে দেখবে, তারা রাতের ইবাদতের জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রাতের আগমনে আনন্দিত হতেন এবং বিদায়ে ব্যথিত হতেন। উমর বিন জার ﷺ যখন দেখতেন রাত ঘনিয়ে আসছে, তখন তিনি বলতেন, 'রাত এসেছে। নিশ্চয় রাত ভীতিকর, তবে ভয় যদি পেতে হয়, তবে আল্লাহকেই পাওয়া উচিত।'[১৯]

তাদের হৃদয়ে আল্লাহর আজমত ও মর্যাদা ছিল, তাঁকে পাওয়ার আগ্রহ ছিল; এ জন্যই তারা এমন ছিলেন। তারাই সে জাতি, যাদের ব্যাপারে ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেছেন, 'আমি এমন লোকদের পেয়েছি, যারা রাতের আঁধারে ঘুমিয়ে থাকতে আল্লাহকে লজ্জা পেতেন। তাদের কেউ এক পার্শ্বের ওপর ঘুমাতেন। যখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, নিজেকে বলতেন, "এই আরামের ঘুম তোমার জন্য নয়। ওঠো, তোমার আখিরাতের অংশটি অর্জন করে নাও।"'[২০]

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন জাবির ﷺ বলেন, 'আমরা আতা খুরাসানি ﷺ-এর সাথে একটি লড়াইয়ে ছিলাম। আমাদের অবস্থান কাছাকাছি ছিল। তিনি রাত জেগে ইবাদত করতেন। তারপর তাঁবু থেকে মাথা বের করে বলতেন, "হে আব্দুর রহমান, হে হিশাম বিন গার, হে অমুক... রাতে নামাজ পড়া এবং দিনে রোজা রাখা অনেক

১৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১১১।
২০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৪১।

সহজ জাহান্নামে পুঁজ পান, লোহার কাপড় পরিধান এবং জাক্কুম ভক্ষণের চেয়ে। সুতরাং সময় থাকতে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়ার সাধনা করো।'"[২১]

প্রিয় ভাই আমার,

রাতের সফর সে-ই করতে পারে, যে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে পারে। দ্রুতগামী উষ্ট্রী কাফেলার অগ্রভাগেই থাকে আর ভারবাহী উষ্ট্রী থাকে সবার শেষে।[২২]

لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا

وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد

وقلت يا عدتي في كل نائبة

ومن عليه لكشف الضر أعتمد

أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها

ما لي على حملها صبر ولا جلد

وقد مددت يدي بالضر مبتهلاً

إليك يا خير من مدت إليه يد

فلا تردنها يا رب خائبة

فبحر جودك يروي كل من يرد

২১. আস-সিয়ার : ৬/১৪৩।

২২. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৭ পৃ.।

'সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—আর আমি জেগে আছি একবুক আশা নিয়ে। হে মাওলা, মনের ব্যথাগুলো বলতেই আমি দাঁড়িয়েছি। সংকটে-দুর্যোগে আমার একমাত্র আশা হে আমার রব, বিপদ থেকে বাঁচতে আমি কার ওপর ভরসা করব? আমার দুঃখ-কষ্টগুলো আপনি জানেন, যেগুলো সহ্য করার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি দুহাত প্রসারিত করেছি আপনার দরবারে—অনুনয়-বিনয় করছি কায়মনোবাক্যে। আপনি তো প্রার্থনা মঞ্জুরকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আমার রব, আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার করুণার সাগর থেকে তো কেউ মাহরুম হয় না।'[২৩]

রাত্রি জাগরণের সাধনা

হাসান ﵀ বলেন, 'রাত্রি জাগরণের সাধনা ও অর্থ-সম্পদ সদাকা করার চেয়ে কঠিন কোনো আমলের কথা আমার জানা নেই।'

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তাহাজ্জুদগুজার লোকের চেহারা এত সুন্দর হয় কেন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তারা পরম করুণাময়ের সাথে একান্তে সময় কাটায়। তাই তিনি তাঁর নুরের একটি অংশ তাদের পরিয়ে দেন।'[২৪]

---

২৩. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ : ৪/২৩৫।
২৪. আল-ইহইয়া : ১/২২০।

কিয়ামুল লাইল বা রাত জেগে ইবাদত করা প্রথম প্রথম কষ্টকর হলেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে একসময় তা ভালোবাসা ও শখে পরিণত হয়। সাবিত বুনানি ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাতে ইবাদত করতেন এবং দিনে রোজা রাখতেন। তিনি বলতেন, 'কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে আমি আমার অন্তরে যে স্বাদ পাই, সে স্বাদ আর কোনো কিছুতেই পাই না।'

আমাদের মতো রাত জেগে ইবাদতকারী লোকেরাও ঘুম, বিশ্রাম ও আরামকে পছন্দ করে। তবে পার্থক্য হলো, তারা অলসতার ধুলো ঝেড়ে ফেলে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। এমনই একজন হলেন আব্দুল আজিজ বিন রাওয়াদ ﷺ। রাতের অন্ধকার যখন পৃথিবীকে ঢেকে নিত, তখন তিনি বিছানার ওপর হাত বুলিয়ে বলতেন, 'নিঃসন্দেহে তুমি আরামদায়ক; কিন্তু আল্লাহর কসম, জান্নাত তোমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আরামদায়ক।' এই বলে তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন।[২৫]

রাত জেগে ইবাদতগুজার লোকেরা আমাদের মতো রাতে ঠিকই ঘুমায়; তবে তা রাতের শেষ প্রহরে ইবাদত করার বিশুদ্ধ নিয়তে। মুআবিয়া বিন কুররা ﷺ-এর পিতা তার সন্তানদেরকে কিয়ামুল লাইল আদায় করার উপদেশ দিতেন। তারা যখন ইশার সালাত সম্পন্ন করত, তখন

---

২৫. আল-ইহইয়া : ১/৪২০।

তিনি তাদের বলতেন, 'হে আমার ছেলেরা, ঘুমিয়ে পড়ো। হতে পারে এই রাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে (রাতের শেষাংশে ইবাদত করার মাধ্যমে) কল্যাণ অর্জনের তাওফিক দান করবেন।'

মুসলিমদের দিন-রাত এমন না হওয়া চাই—যেমনটি কবি বলেছেন :

نهارك يا مغرور سهو وغفلة

وليلك نوم الردى لك لازم

وتتعب فيما سوف تكره غبه

كذلك في الدنيا تعيش البهائم

'হে প্রবঞ্চিত, তোমার দিন কাটে গাফিলতি ও উদাসীনতায়। রাত কাটে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। তোমার ধ্বংস তো অনিবার্য। তুমি এমন বিষয়ের পেছনে ঘাম ঝরাচ্ছ, অচিরেই যার পরিণাম তোমার মোটেই ভালো লাগবে না। পৃথিবীর বুকে তোমার এই জীবন তো চতুষ্পদ প্রাণীদের জীবনের মতো!'

সুতরাং হে ভাই, আখিরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হোয়ো না। কারণ সন্তান তার মায়েরই অনুগামী হয়।[২৬]

সুলাইমান তাইমি ﷺ এমন স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, তিনি ইশার সালাতের অজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায়

---

২৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৮ পৃ.।

করতেন। আর হাসান ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলতেন, 'তিনি তন্দ্রাভাব অনুভব করলে অজু করতেন।'[২৭]

কিয়ামুল লাইলের প্রস্তুতি

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ অনেক দীর্ঘ ও কঠিন এক জিহাদ। এ জিহাদে ধৈর্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হতে হয়। সাফওয়ান বিন সুলাইম ﷺ-এর অবস্থা দেখো, তিনি গরমের মৌসুমে ঘরে সালাত আদায় করতেন আর শীতের মৌসুমে সালাত আদায় করতেন ছাদের ওপর। যেন তার চোখে ঘুম চলে না আসে।[২৮]

সালাফগণ কিয়ামুল লাইলের জন্য নিজেদের খুব সুন্দর করে সাজাতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর একটি সুতার টুপি ছিল, যা তিনি নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। রাতে যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, তখন এই টুপি মাথায় দিতেন।[২৯]

إلا كنومة حائر ولهان

فلربما تأتي المنية بغتة

فتساق من فرش إلى الأكفان

---

২৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৯।
২৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৫৯।
২৯. আস-সিয়ার : ১১/২০৬।

يا حبذا عينان في غسق الدجى

من خشية الرحمن باكيتان

'রাতের আঁধারে ইবাদতে দাঁড়াও এবং কুরআন তিলাওয়াত করো। সারা রাত ঘুমিয়ে থেকো না। ঘুমাও, তবে তা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির মতো। কারণ, অনেক সময় মৃত্যু হঠাৎ এসে পাকড়াও করে। ফলে বিছানা থেকে তুলে তোমাকে কাফনেই শুইয়ে দেওয়া হয়। কত উত্তম সেই আঁখিযুগল, যেগুলো অশ্রু ঝরায় রহমানের ভয়ে।'

নফসের বিরুদ্ধে সাধনা প্রথম প্রথম খুবই কষ্টকর; কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে পরবর্তী সময়ে তা খুব সহজ হয়ে যায়। সাবিত বুনানি ﵀ বলেন, 'বিশ বছর পর্যন্ত আমি কষ্ট করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছি এবং পরবর্তী বিশ বছর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে আমি আরাম বোধ করেছি।'[৩০]

উম্মে সুলাইমান ﵀ তার সন্তানকে বলতেন, 'হে বৎস, রাতে বেশি ঘুমিয়ো না। কারণ রাতের অধিক ঘুম মানুষকে কিয়ামতের দিন গরিব করে ছাড়বে। হে বৎস, যে আল্লাহকে চায়, সে রাতে ঘুমায় না। কারণ যে রাতে ঘুমায়, সে দিনে লজ্জিত হয়।'[৩১]

---

৩০. আস-সিয়ার : ৫/২২৪, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬০।

৩১. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১১১ পৃ.।

يا كثير الرقاد والغفلات ** كثرة النوم تورث الحسرات

'হে ঘুমকাতুরে, হে গাফিল, ঘুমের আধিক্য আফসোসই বয়ে আনে।'[৩২]

উম্মে রবি বিন খুসাইম ﷺ তার ছেলেকে উৎকণ্ঠিত দেখে বলেন, 'হে বৎস, তোমার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি কাউকে খুন করতে যাচ্ছ।' তখন রবি বিন খুসাইম ﷺ বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি নিজের নফসকে খুন করতে যাচ্ছি।'[৩৩]

উম্মে গাজওয়ান ﷺ তার ছেলেকে বললেন, 'তোমার ওপর তোমার বিছানার হক নেই কি!? নিজের শরীরের হকও নেই কি?!' তিনি বললেন, 'হে মা আমার, আমি তো এর মাধ্যমে নিজের শান্তিই খুঁজছি। আমলনামা গুটিয়ে ফেলার আগেই তা নেকি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চাচ্ছি।'[৩৪]

---

৩২. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৯ পৃ.।
৩৩. আল-মুদহিশ : ৪৪৩ পৃ.।
৩৪. মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল : ২৭ পৃ.।

কীভাবে কাটত তাদের রাত?

শাদ্দাদ বিন আওস ﷺ বিছানার ওপর শুয়ে কয়েকবার এদিক সেদিক পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন; কিন্তু তাঁর চোখে ঘুম আসত না। তখন তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, জাহান্নাম আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।' এই বলে তিনি উঠে পড়তেন এবং সকাল পর্যন্ত নামাজ পড়তেন।[৩৫]

মহা কল্যাণ ও পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার মানসে মানসুর বিন মুতামির ﷺ টানা চল্লিশ বছর দিনে রোজা রেখেছেন এবং রাতে ইবাদত করেছেন। তিনি খুব কান্নাকাটি করতেন। তা দেখে তার মা তাকে বলতেন, 'হে বৎস, তুমি কি কাউকে খুন করেছ?' তিনি বললেন, 'আমার সাথে আমি কী করেছি, তা আমিই ভালো জানি।' তারপর যখন সকাল হতো, তখন তিনি চোখে সুরমা লাগিয়ে, মাথায় তেল মেখে এবং ঠোঁটদুটিকে উজ্জ্বল করে[৩৬] মানুষের কাছে বের হতেন।[৩৭]

উমর বিন জার ﷺ বলেন, 'যখন রাত উপস্থিত হয় এবং গাফিলরা তাদের আরামের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমের স্বাদ আস্বাদন করতে শুরু করে, তখন আবিদরা আনন্দচিত্তে

---

৩৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৮০।

৩৬. এমনটি করার কারণ হলো, যেন মানুষজন বুঝতে না পারে যে, তিনি রাতে এত কঠোর মুজাহাদা করেছেন। রিয়ার আশঙ্কায় এমনটি করতেন তিনি।

৩৭. আস-সিয়ার : ৫/৪০৬, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৬২।

আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ হয়। দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদ পড়ে রাতকে জীবন্ত রাখে। কপালের অগ্রভাগ জমিনে ঠেকিয়ে সিজদাবনত হয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যখন রাতের আঁধার কেটে সকালের আলো উদ্ভাসিত হয়, তখনও তারা তিলাওয়াতের স্বাদ অনুভব করতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে ইবাদত করার কারণে তাদের শরীরও বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। দুই দলই সকালে উপনীত হয়। তবে একদল রাতটিতে উপকার লাভ করে, আরেক দল তাদের ক্ষতির পাল্লা ভারী করে। যখন সকালে উপনীত হয়, তখন একদলের কাছে ঘুম ও আরামে বিরক্তি এসে যায়, আরেক দল ইবাদতের জন্য আরেকটি রাত আসার অপেক্ষায় থাকে। একই রাত একই সকাল, তবুও কী পার্থক্য দুই দলের মাঝে!

রবি বিন খুসাইম ﵀-এর মেয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আব্বু, সব মানুষ ঘুমায়; কিন্তু আপনাকে ঘুমাতে দেখি না কেন?' তিনি বললেন, 'হে আমার কন্যা, তোমার পিতা গুনাহকে খুব বেশি ভয় পায় (তাই ঘুমায় না)।'[৩৮]

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, আজ পুরো চিত্রটাই পাল্টে গেছে। সে যুগের সাথে এ যুগের মিল নেই বললেই চলে। রাতে ঘুমায় না এমন মানুষ এ যুগেও আছে, তবে তাদের অধিকাংশ নিষিদ্ধ ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে ঘুমহীন

৩৮. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রচিত আজ-জুহদ : ৪৬৯ পৃ.।

রাত কাটায়। অনেকে সম্পদের ক্ষতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান ইত্যাদি দুনিয়াবি ক্ষতির চিন্তায় ঘুমহীন থাকে। কিন্তু সালাফদেরকে ঘুম থেকে বিরত রাখত অন্য চিন্তা, অন্য ব্যস্ততা। তাদেরই একজন হলেন বিশর হাফি ﷺ। তিনি সব সময় চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। একদিন তার চিন্তার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'মৃত্যু আমাকে খুঁজে ফিরছে।' তিনি রাতে ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি ভয় পাই যে, এমন অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যাবে, যখন আমি ঘুমে বিভোর থাকব।'[৩৯]

আমির বিন কাইস ﷺ-এর মেয়ে তাকে বলল, 'আব্বু, সব মানুষ তো ঘুমায়; কিন্তু আপনি ঘুমান না যে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হে আমার কন্যা, জাহান্নাম তোমার পিতাকে ঘুমাতে দেয় না।'[৪০]

ألا يا عين ويحك أسعديني ** بطول الدمع في ظلم الليالي

لعلك في القيامة أن تفوزي ** بخير الدهر في تلك العلالي

'হে আমার চোখ, রাতের আঁধারে অশ্রু ঝরিয়ে আমাকে একটু সুখী করো। হতে পারে কঠিন কিয়ামত দিবসে তুমি এর কারণে সফল হবে।'[৪১]

---

৩৯. আজ-জুহদ : ৩১৬ পৃ.।
৪০. আজ-জুহদ : ৩১৬ পৃ.।
৪১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/৫৯।

মালিক বিন দিনার ﵀ বলেন, 'যদি না ঘুমানো সম্ভব হতো, তবে আমি কখনো ঘুমাতাম না—ঘুমন্ত অবস্থায় আমার ওপর আজাব চলে আসার ভয়ে। আমার কাছে যদি বড় সংখ্যক একটি সাহায্যকারী দল থাকত, আমি পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাদের ছড়িয়ে দিতাম; যেন তারা সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করে, 'হে লোকসকল, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।'[৪২]

আখিরাতে নাজাত লাভ করা অতটা সহজ নয়, যতটা আমরা ভাবি। হারাম বিন হিব্বান ﵀-এর কথাই তার প্রমাণ। তিনি বলেন, 'জাহান্নাম থেকে যারা বাস্তবিক অর্থে মুক্তি পেতে চায় এবং প্রকৃত অর্থে যারা জান্নাত লাভ করতে চায়, তাদেরকে আমি ঘুমাতে দেখিনি।'[৪৩]

تيقظ لساعات من الليل يا فتى
لعلك تحظى في الجنان بحورها
فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة
عساك توفي ما بقي من مهورها

'হে যুবক, রাতের কয়েক ঘণ্টা সময় না ঘুমিয়ে কাটাও। এর ফলে সম্ভবত তুমি জান্নাতের হুর অর্জন করতে পারবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে থেকে ইবাদত করো। এতে হুরের অবশিষ্ট মোহরও আদায় হয়ে যাবে।'

---

৪২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩৯৬।
৪৩. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রচিত আজ-জুহদ : ৩৩২ পৃ.।

কিয়ামুল লাইল নেককার বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ একটি দয়া ও করুণা। তিনিই তাদেরকে কিয়ামুল লাইলের তাওফিক দান করেছেন এবং রাত জেগে ইবাদত করার মতো কঠিন কাজকে তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

আবু সুলাইমান দারানি ﷺ বলেন, 'ভালো মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা হয়। খারাপ মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়। রাতে ভালো কাজ করলে দিনে তার প্রতিদান পায়। আর দিনে ভালো কাজ করলে রাতে তার প্রতিদান পায়।'[৪৪]

কিয়ামুল লাইলের তাওফিক না হওয়ার কারণ

গুনাহ : গুনাহ হলো কিয়ামুল লাইল আদায় করতে না পারার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক; কারণ কিয়ামুল লাইল নেককার বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ উপহার। আর গুনাহগার এই উপহার পায় না।

হাসান ﷺ বলেন, 'গুনাহর কারণেই মানুষ কিয়ামুল লাইল থেকে বঞ্চিত হয়।'[৪৫]

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'পাঁচ মাস পূর্বের একটি গুনাহর কারণে আমি কিয়ামুল লাইল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।'[৪৬]

---

৪৪. সাইদুল খাতির : ৩৪ পৃ.।
৪৫. আল-ইহইয়া : ১০/৪২০।
৪৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/১৭।

অতএব গুনাহর কারণেই মানুষ কিয়ামুল লাইলের কল্যাণ ও রব্বুল আলামিনের সাথে একান্ত আলাপন থেকে বঞ্চিত হয়।

এ ব্যাপারে সতর্ক করে ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'যদি তুমি রাতে ইবাদত করতে এবং দিনে রোজা রাখতে সক্ষম না হও, তাহলে জেনে নাও যে, তুমি বঞ্চিত। তোমার গুনাহই তোমাকে বঞ্চিত করেছে।'[৪৭]

এক যুবক হাসান ﵀-এর কাছে রাতে ইবাদত করতে না পারার অভিযোগ করলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমার গুনাহ তোমাকে বন্দী করে রেখেছে।'[৪৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম আমল করার তাওফিক দান করেন। তাই তো কিয়ামুল লাইল নেককারদের ভূষণ। ফাসিকদের জন্য এই আমল অনেক কষ্টকর, তবে তাওবাকারীদের জন্য অনেক সহজ।

বিশর বিন হারিস ﵀-এর কথা থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, 'যতদিন তোমার এবং তোমার প্রবৃত্তির মাঝে আড়াল না রাখবে, ততদিন তুমি ইবাদতের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।'[৪৯]

---

৪৭. আস-সিয়ার : ৮/৪৩৫, আল-ইহইয়া : ১/৪২০।
৪৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩৫।
৪৯. আস-সিয়ার : ১০/৪৭৩।

কেননা যে কল্যাণ কামনা করে, সে তা পায়। যে সঠিক পথের অন্বেষণ করে, সে তার দিশা পায়। আর যে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন এবং সঠিক পথ দেখান।

যৌবন ও তাহাজ্জুদ

হে মুসলিম যুবক,

কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে নিজের মনোবল ও সাহসকে ধরে রাখো। কেননা মনোবল ও সাহসই হলো সবকিছুর মূল উৎস। সুতরাং যার সাহস ও মনোবল খাঁটি হবে, তার আমলও খাঁটি হবে। ইবনুল কাইয়িম ﷺ এর একটি সূক্ষ্ম উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কলব হলো পাখির মতো, যত ওপরে ওঠে তত বিপদাপদ থেকে দূরে থাকে। আর যত নিচে নামে তত বিপদাপদে পড়ে।'[৫০]

আবু ইসমা বিন ইসাম বাইহাকি ﷺ বলেন, 'আমি এক রাত আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর ঘরে ছিলাম। তিনি আমার তাহাজ্জুদের অজুর জন্য পানি এনে রাখলেন। সকালে যখন দেখলেন, পানি ব্যবহার করা হয়নি, বলে উঠলেন "সুবহানাল্লাহ, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে, রাতে তার কোনো আমল নেই!?"'

৫০. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৭০ পৃ.।

বর্তমানের যুবক ভবিষ্যতের বৃদ্ধ। তাই শক্তিশালী ও উচ্চ মনোবলের অধিকারী যুবকশ্রেণিকে সুফইয়ান সাওরি ﷺ-এর একটি উপদেশ শোনাতে চাই, তিনি নামাজ পড়ার পর যুবকদের দিকে ফিরে বলতেন, 'হে যুবক-সম্প্রদায়, তোমরা যদি এখন তাহাজ্জুদের নামাজ না পড়ো, তাহলে আর কখন পড়বে?!'[৫১]

ইবরাহিম বিন শাম্মাস ﷺ-এর সামনে আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন, 'আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে চিনি। সে যুবক, কিন্তু রাত জেগে ইবাদত করে।'[৫২]

আফসোস, বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ তাহাজ্জুদগুজারই হলো বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোক। যুবকরা তাহাজ্জুদগুজার কবে হবে? অথচ যৌবনের এই সময়টা সুস্থতা, শক্তিমত্তা ও উদ্যমের সময়। এ সময়টাই রাত জেগে ইবাদত করার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। অপরদিকে বৃদ্ধকালে শরীর শক্তিহীন হয়ে পড়ে, শরীরের কম্পনভাব সৃষ্টি হয়, পিঠ কুঁজো হয়ে যায়। এত সব দুর্বলতা সত্ত্বেও বৃদ্ধরা যদি রাত জেগে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, রুকুতে ঝুঁকে থাকতে পারে, সিজদায় কপাল ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে যুবকরা কেন পারে না? এই দুঃখজনক পার্থক্যের কারণ কী? একজন সালাফের মুখেই শোনো।

---

৫১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/৫৯।
৫২. আস-সিয়ার : ১১/৮।

শুমাইত বিন আজলান ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মুমিনের শক্তি রেখেছেন তার অন্তরে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়। তুমি কি বৃদ্ধকে দেখো না, যে কঠিন গরমের দিনেও দিব্যি রোজা রাখতে পারে এবং রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারে; অথচ অনেক যুবক তা পারে না?'[৫৩]

একজন শতবর্ষী আলিমের গল্প শোনো। শত বর্ষে পদার্পণ করা সত্ত্বেও যার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা পূর্ণ ছিল। একদিন তিনি একটি লম্বা লাফ দিলেন। এতে হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে ভর্ৎসনা করলে তিনি বললেন, 'এই যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এগুলোকে আমি যৌবনে গুনাহ থেকে হিফাজত করেছি। তাই বুড়োকালে আল্লাহ তাআলা এগুলোকে আমার জন্য অক্ষত রেখেছেন।'[৫৪]

সময়কে কাজে লাগান

জনৈক আলিম একটি চরম সত্য কথা বলেছেন, 'পৃথিবীতে জান্নাতি সুখ উপভোগ করার মতো কোনো সময় নেই; কিন্তু রাত জেগে ইবাদতকারীরা প্রভুর সাথে যখন গভীর আলাপচারিতায় মগ্ন হয়, সে সময় তাদের সুখকে জান্নাতি সুখের সাদৃশ্যই বলা যায়।'[৫৫]

---

৫৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৪১, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৩০।
৫৪. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২২৬ পৃ.।
৫৫. আল-ইহইয়া : ১/৪২৩।

যখন ইবনে মাসউদ ﷺ-এর চোখে ঘুম আসত, তখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। ফজর পর্যন্ত মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গুঞ্জন শোনা যেত তাঁর থেকে।'[৫৬]

একদা রাতের শেষ প্রহরে তাউস ﷺ এক ব্যক্তিকে তলব করলেন। লোকজন জানাল, সে ঘুমিয়ে আছে। তখন তাউস ﷺ বললেন, 'রাতের শেষ প্রহরে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে, তা আমার ধারণায়ও ছিল না।'[৫৭]

إذا ما الليل أظلم كابدوه ** فيسفر عنهم وهم ركوع

أطار الخوف نومهم فقاموا ** وأهل الأمن في الدنيا هجوع

لهم تحت الظلام وهم سجود ** أنين منه تنفرج الضلوع

'রাত যখন আবৃত হয় আঁধারের চাদরে, ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা আমলের সংগ্রামে। রুকু অবস্থায় তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় সুবহে সাদিক। আল্লাহর ভয় কেড়ে নেয় তাদের ঘুম; তাই তারা দাঁড়িয়ে যায় ইবাদতে—যখন দুনিয়াবাসী থাকে নিদ্রামগ্ন। রাতের আঁধারে সিজদাবনত হয়ে তারা ক্রন্দন করে। এ ক্রন্দনে তাদের পাঁজরগুলোও যেন পরস্পর আলাদা হয়ে যায়।'[৫৮]

---

৫৬. আল-ইহইয়া : ১/৪১৯।

৫৭. আস-সিয়ার : ৫/৪২, সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৮৫।

৫৮. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ২৭০ পৃ.।

আমর বিন দিনার ﷺ রাতকে তিনভাগে ভাগ করতেন। এক-তৃতীয়াংশে ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশে হাদিসের দরস প্রদান করতেন এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।[৫৯]

সময় থেকে পুরোপুরিভাবে ফায়দা হাসিল করার জন্য এই পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাই এমন সব মানুষকে, যারা দিনের সময়গুলো বরবাদ করে। তারপর রাতের সময়গুলো ঘুমিয়ে কাটায় কিংবা আবশ্যকীয় বিধানসমূহ পালন না করে নিষিদ্ধ কাজ করে নির্ঘুম থাকে। রাতভর ঘুমানো আর অনর্থক কাজ করে নির্ঘুম থাকা—দুইটাই সময়ের অপচয়। এর প্রতিটি সেকেন্ড ও নিশ্বাসের হিসাব দিতে হবে।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আজিজ বিন সুলাইমান ﷺ বলেন, 'আমার মাতা আমার পিতার বরাত দিয়ে বলেন, 'ঘুমের সাথে আবিদদের কীসের সম্পর্ক? আল্লাহর কসম, এই দুনিয়াতে শুধু সেটুকু ঘুমানো উচিত, যেটুকু না ঘুমালেই নয়।' মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আজিজ বলেন, 'সত্যিই তার ঘুম এমনই ছিল। একান্ত অপারগ না হলে তিনি ঘুমাতেন না।'

আমাদের এই যুগে অনেক মানুষ নিদ্রাহীনতায় ভোগে। কিন্তু তারা নামাজ পড়ে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে

৫৯. আস-সিয়ার : ৫/৩০২।

এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার চেষ্টা করে না। বরং এদিক সেদিক করে বেফায়দা সময় কাটিয়ে দেয়। ঘুম তাদের অধরাই থেকে যায়। পাশাপাশি তাহাজ্জুদ পড়ার ও রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য দুআ করার সুযোগটাও মিস করে ফেলে।

আল্লাহ তাআলা তাউস ﷺ-এর ওপর রহম করুন। তিনি যখন বিছানার ওপর শুতেন, উত্তপ্ত কড়াইয়ের ফুটন্ত দানার মতো ছটফট করতেন। তারপর লাফ দিয়ে উঠে ফজর হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। এরপর বলতেন, 'জাহান্নামের স্মরণ আবিদদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'[৬০]

সম্মানিত পাঠক,

নেককাররা জানে, দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণিকের। আবার আল্লাহর নির্দেশ (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ) 'তোমরা পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও'[৬১] তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তারা আল্লাহর ইবাদতে রাত-দিন এক করে ফেলেছে।

---

৬০. আল-ইহইয়া : ১/৪২০।

৬১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৩।

হে ভাই,

(فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) 'আল্লাহর দিকে ধাবিত হও'[৬২]—রবের এই ঘোষণাকে হৃদয়ের কানে শ্রবণ করো। আমলনামা গুটিয়ে ফেলার আগেই নেকির তালিকা দীর্ঘ করার চেষ্টা করো। গা থেকে ছুড়ে ফেলো গাফিলতির চাদর। জেগে ওঠো মরণ ঘুম থেকে। সামনের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নাও। কেননা, দুনিয়া হলো প্রতিযোগিতার ময়দান।[৬৩]

নাফি ﷺ বলেন, 'ইবনে উমর ﷺ রাত জেগে নামাজ পড়তেন। কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞেস করতেন, "নাফি, ভোররাত হয়েছে?" আমি বলতাম, "না, এখনো হয়নি।" তিনি পুনরায় নামাজ পড়া শুরু করতেন। যতক্ষণ না আমি বলতাম, "জি, এখন ভোররাত হয়েছে।" তখন তিনি বসে বসে ফজর হওয়া পর্যন্ত দুআ-ইসতিগফারে লেগে থাকতেন।

হাসান বিন আলি ﷺ মাগরিব ও ইশারের মাঝামাঝি সময়ে নামাজ পড়তে থাকতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এ সময়টাই তো রাতের শুরুভাগ।'

মানসুর বিন মুতামির ﷺ প্রতিরাতে তার ঘরের ছাদের ওপর (কেঁদে কেঁদে) নামাজ পড়তেন। তার মৃত্যুর পর পাশের বাড়ির একটি ছোট বাচ্চা তার মাকে বলল, 'আম্মু,

---

৬২. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫০।
৬৩. রুহবানুল লাইল : ৩৭ পৃ.।

ওই বাড়ির ছাদের ওপর যে একটি বাচ্চা থাকত (কান্না করত), তাকে এখন দেখি না যে।' মা বলল, 'বেটা, সেটা কোনো বাচ্চা ছিল না। তিনি ছিলেন মানসুর ﷺ। তিনি সদ্য মারা গেছেন।'[৬৪]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে আজ কোথায় আমরা?!

كرر عليَّ حديثهم يا حادي ** فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي

'হে কাফিলার ঘোষক, আমাকে তাদের কথা আরও শোনাও। তাদের কথা আমার জংধরা হৃদয়টাকে কেমন যেন সাফ করে দিচ্ছে।'[৬৫]

উসাইদ ﷺ বিছানায় শুয়ে এদিক সেদিক গড়াগড়ি করতেন উত্তপ্ত কড়াইয়ের ফুটন্ত দানার মতো। আর বলতেন, 'নিশ্চয় তুমি আরামদায়ক, তবে জান্নাতের বিছানা তোমার চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক।' তারপর ফজর পর্যন্ত নামাজে মশগুল থাকতেন।[৬৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভই ছিল সালাফের একমাত্র লক্ষ্য। আব্দুল্লাহ বিন দাউদ ﷺ বলেন, 'সালাফের কারও কারও বয়স চল্লিশ অতিক্রম করলে তারা বিছানা গুটিয়ে নিতেন। এরপর থেকে আর কখনো রাতে ঘুমাতেন না।'[৬৭]

---

৬৪. আস-সিয়ার : ৫/৪০৬, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৩৩।
৬৫. বুসতানুল আরিফিন : ৪ পৃ.।
৬৬. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ২০ পৃ.।
৬৭. আল-ইহইয়া : ৪/৪৩৫।

ইবরাহিম তাইমি ﷺ আমাদের ও সালাফের মাঝের এই ব্যবধানকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের এবং সালাফের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। তাদের কাছে দুনিয়া আসলে তারা তা থেকে পলায়ন করত। আর দুনিয়া তোমাদের থেকে পলায়ন করছে; কিন্তু তোমরা তার পেছনে ছুটছ।'[৬৮]

দুনিয়া হলো প্রতিযোগিতার ময়দান। ধুলোবালি এখানে প্রতিযোগীদের গোপন করে রেখেছে। এ প্রতিযোগিতায় কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আবার কেউ উটের ওপর সওয়ার হয়ে অংশ নিয়েছে।[৬৯]

তুমি নিজেকে যাচাই করে দেখো। দেখো, তুমি লক্ষ্যের দিকে পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছ, নাকি উটের ওপর সওয়ার হয়ে মধ্যম গতিতে, নাকি তেজি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে খুব দ্রুতগতিতে? তখন তুমিই বুঝবে, লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে গতি বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কি না।

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'দুর্ভাগ্যের আলামত চারটি : কলব শক্ত হওয়া, চোখ অশ্রুহীন হওয়া, আশা দীর্ঘ হওয়া এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া।'[৭০]

---

৬৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৫ পৃ.।
৬৯. আস-সিয়ার : ৫/৬১, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২১২।
৭০. বাইহাকি ﷺ রচিত কিতাবুজ জুহদিল কাবির : ১৯৫।

এক রাতে কাইস বিন মুসলিম ﷺ মুহাম্মাদ বিন জাহাদাহ ﷺ-এর সাথে দেখা করতে গেলেন। ইশার পর তিনি তার কাছে পৌঁছেন। তখন মুহাম্মাদ ﷺ ইশার নামাজ শেষে মসজিদেই অবস্থান করছিলেন এবং নামাজ পড়ছিলেন। তা দেখে কাইস বিন মুসলিমও মসজিদের এক কোনায় গিয়ে নামাজ পড়া শুরু করে দিলেন। এভাবে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত দুইজন নামাজ পড়তে থাকলেন। কাইস ﷺ তার গ্রামের মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাই তিনি গ্রামে গিয়ে লোকদের ইমামতি করলেন। তাদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হলো না। মুহাম্মাদ ﷺ তো জানতেই পারেননি, কাইস ﷺ কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক মুসল্লি তাকে বলল, 'গতরাতে আপনার বন্ধু কাইস আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু আপনি তার দিকে ফিরেও তাকাননি।' তিনি বললেন, 'আমি তো জানি না, তিনি কোথায় ছিলেন।' তারপর সকালে তিনি কাইস ﷺ-এর কাছে গেলেন। কাইস বিন মুসলিম তাকে আসতে দেখে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। এরপর তারা দুজন কিছুক্ষণ একান্তে সময় কাটালেন এবং অঝোর ধারায় কাঁদলেন।[৭১]

আমাদের বর্তমান অবস্থা তো সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম সালাম ফেরার সাথে সাথে আমাদের অনেকেই কোনো কারণ ছাড়া ডানে বামে তাকাতে শুরু করি। এতে মনের স্থিরতা চলে

৭১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১২৭।

যায়। অনেক সময় নামাজের পর মাসনুন জিকিরসমূহ আদায়েও অলসতা চলে আসে।

মুগিরা বিন হাবিব ﷺ (মালিক বিন দিনার ﷺ-এর জামাতা) বলেন, 'মালিক বিন দিনার ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তার সাথে তার বাড়িতে ছিলাম; কিন্তু আমি জানি না, তার আমল কী!' তিনি বললেন, 'আমি তার সাথে ইশার নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে ঘরে ফিরে আসলাম। তারপর পুরো রাতের জন্য একটি মখমলের কাপড় পরিধান করে নিলাম। পরে মালিক বিন দিনার আসলে তাকে রুটি দেওয়া হলো। রুটি খেয়ে তিনি নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। নামাজ শুরু করার পর দাড়ির ওপর হাত রেখে বলতে লাগলেন, "যখন আপনি পূর্বাপর সব মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন দয়া করে মালিক বিন দিনারের এই শুভ্র কেশকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" তিনি এভাবেই বারবার বলতে থাকলেন। একসময় আমার চোখে ঘুম চলে আসলো। বেশ কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখলাম, তিনি এখনো সেই আগের অবস্থায় আছেন। এক পা সামনে এগিয়ে দিয়ে, আরেক পা পেছনে রেখে বলছেন, "হে আমার রব, যখন আপনি পূর্বাপর সকল মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন দয়া করে মালিক বিন দিনারের এই শুভ্র কেশকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" ফজর হওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ করতে থাকেন।'[৭২]

---

৭২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩৬১।

لله قوما خلصوا في حبه ** فاختارهم ورضي بهم خدامًا
قوم إذا جن الظلام عليهم ** أبصرت قومًا سجدًا وقيامًا
فسيغنمون عرائسًا بعرائس ** ويبوءون من الجنان خيامًا
وتقر أعينهم بما أخفي لهم ** ويسمعون من الجليل سلامًا
يتلذذون بذكره في ليلهم ** ويكابدون لدى النهار صيامًا

'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা তাঁকে খাঁটি মনে ভালোবাসে। তিনিও তাদের প্রতি হয়েছেন সন্তুষ্ট। আর তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন দ্বীনের সেবক হিসেবে। রাত যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তারা অবনত মস্তকে রবের দরবারে হাজিরা দেয়। ফলে তারা জান্নাতে নিজেদের মহল তৈরি করে নেয় এবং অর্জন করে নেয় জান্নাতের সুন্দরী বধূদের। এ ছাড়াও তাদের জন্য আরও যতসব নিয়ামত লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তা দেখে তাদের চোখ জুড়াবে। আর তারা শুনতে পারবে পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম! তারা রাতের বেলা রবের জিকির করে উপভোগ করে, আর সারা দিন রোজা রেখে কষ্ট পেতে ভালোবাসে।'[৭৩]

---

৭৩. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ৭৯ পৃ.।

তিলাওয়াত ও কিয়ামুল লাইল

ইমাম আবু হানিফা ﷺ এক রাতে তাহাজ্জুদের নামাজে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾

'বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর।'[৭৪]

কাকুতি-মিনতি করে কেঁদে কেঁদে বারবার এই আয়াত পড়তে থাকলেন।[৭৫]

সুলাইমান তাইমি ﷺ-এর মুয়াজ্জিন বলেন, 'ইশার নামাজের পর সুলাইমান তাইমি ﷺ আমার পাশে নামাজ পড়ছিলেন। আমি শুনলাম যে, তিনি নামাজে সুরা মুলক তিলাওয়াত করছেন। পড়তে পড়তে যখন এই আয়াত পর্যন্ত আসলেন :

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ﴾

"যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে, তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই তো তোমরা চাইতে।"[৭৬]

---

৭৪. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৪৬।
৭৫. তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩৫৭।
৭৬. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ২৭।

তিনি বারবার এই আয়াত পড়তে লাগলেন। এদিকে নামাজ শেষ করে মুসল্লিরাও সবাই চলে গেল। আমিও তাকে সেখানে রেখে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। পরে ফজরের সময় আজান দেওয়ার জন্য মসজিদে এসে দেখি, তিনি আগের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই আয়াতটিই এখনো তিলাওয়াত করছেন!'[৭৭]

ইবাদতগুজার বান্দারা যখন দুনিয়ার বাস্তবতা ও পার্থিব জীবনের অসারতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তখন তারা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী জীবনের কামনাবাসনাগুলোকে বিলীন করে দেয়। গাফিলতির ঘুম যখন তাদের ভাঙে, তখন তারা কঠোর মেহনত ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অলসতার দিনগুলোতে নষ্ট করা সময়গুলো পুনরুদ্ধার করে নেয়। গন্তব্যহীন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর যেহেতু তারা গন্তব্যের খোঁজ পেয়েছে; তাই কঠিন মেহনত করে দূরের গন্তব্যকে কাছে নিয়ে আসে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তারা প্রতিশ্রুত কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করে :

﴿هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

'আজ তোমাদের সেই দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।'[৭৮-৭৯]

---

৭৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৯।

৭৮. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৩।

৭৯. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬০ পৃ.।

কাসিম বিন আবু আইয়ুব ﷺ বলেন, 'আমি ইবনে জুবাইর ﷺ-কে নামাজের মধ্যে এই আয়াতকে বিশ বারের অধিক পুনর্পাঠ করতে শুনেছি :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾

'ওই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।'[৮০-৮১]

রাত্রি জাগরণের সুখ

জনৈক সালাফকে বলা হলো, 'রাত কেমন কাটালেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'রাতে আমার দুই ধরনের অবস্থা ছিল : রাতের অন্ধকার যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ আমি আনন্দিত ছিলাম। আর যখন অন্ধকার শেষ হয়ে ফজরের আলো উদ্ভাসিত হলো, তখন আমি ব্যথিত হলাম। কেমন যেন আমার আনন্দ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পূর্বেই কষ্ট শুরু হয়ে গেল।'[৮২]

উহাইব বিন ওয়ারদ ﷺ তার এক জ্বালাময়ী ভাষণে বলেন, 'যদি আল্লাহর দিকে প্রতিযোগিতায় কাউকে তোমার আগে যেতে না দেওয়ার সামর্থ্য তোমার থাকে, তবে তা-ই করো।'[৮৩]

---

৮০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৮১।
৮১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৭৭।
৮২. আল-ইহইয়া : ১/৪২৩।
৮৩. রুহবানুল লাইল : ৩৬ পৃ.।

প্রিয় ভাই আমার, এই উম্মাহর মাঝেই আছে কল্যাণের পথে অগ্রগামী ব্যক্তি। তারা কোন পথে আর তুমি কোন পথে?

কাতাদা ﷺ বলেন, 'ফেরেশতাগণ মুমিনের শীতকাল নিয়ে আনন্দিত হয়। কেননা শীতকালে দিন ছোট হয়—মুমিন তাতে রোজা রাখে। আর রাত দীর্ঘ হয়—মুমিন তাতে ইবাদত করে।'

যখন আমির ﷺ-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি কাঁদতে লাগলেন। স্বজনরা বলল, 'হে আমির, আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। দুনিয়ার প্রতি লোভ বা আসক্তির কারণেও কাঁদছি না। আমি কাঁদছি (রোজাদার অবস্থায়) মধ্যাহ্নের তৃষ্ণা ও শীতকালের রাতের নামাজের জন্য।'[৮৪]

দুনিয়াদারদের সঙ্গে দুনিয়া কেমন কঠোর আচরণ করে এবং পার্থিব জীবনে দীর্ঘ আশা পোষণকারীরা কীভাবে প্রতারিত হয়, তা আল্লাহর আবিদ বান্দারা ভালোভাবেই লক্ষ করে। শয়তানের কর্তৃত্ব ও নফসের ক্ষমতাও তারা উপলব্ধি করতে পারে। তাই তারা আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে।[৮৫]

---

৮৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ রচিত আজ-জুহদ : ৩২৩ পৃ.।
৮৫. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬২ পৃ.।

ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ বলেন, 'যে আমল নফসের জন্য যত বেশি কষ্টের, সে আমল মিজানের পাল্লায় তত বেশি ভারী। যে পূর্ণরূপে আমল করে, সে পূর্ণ প্রতিদান পাবে। আর যে আমল করে না, সে দুনিয়া থেকে খালি হাতে বিদায় নেবে।'[৮৬]

নেককার পরিবার

যেহেতু কিয়ামুল লাইলের জন্য মহা প্রতিদান ও বড় সাওয়াব রয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সবাইকে এ মহা কল্যাণ কাজে শরিক করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

«رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»

'আল্লাহ তাআলা সেই পুরুষের প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়। স্ত্রী উঠতে না চাইলে মুখে পানির ছিঁটা দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই মহিলার প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। স্বামী উঠতে না চাইলে তার মুখে পানির ছিঁটা দেয়।'[৮৭]

---

৮৬. বাইহাকি ﷺ রচিত কিতাবুজ জুহদ : ২৮২ পৃ.।
৮৭. সুনানু আবি দাউদ : ১৩০৮, সুনানুন নাসায়ি : ১৬১০।

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

«مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتِ»

'যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়, তারপর উভয়ে একত্রে দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তাদের দুজনের নাম আল্লাহর অধিক জিকিরকারী নারী-পুরুষের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।'[৮৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই উৎসাহে সালাফগণ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাই তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও তাহাজ্জুদের জন্য ডেকে দিতেন।

কাসিম বিন রাশিদ শাইবানি ﵀ বলেন, 'রিফাত বিন সালিহ ﵀ স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে মেহমান হলেন। রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি নামাজ পড়েন। আর রাতের শেষ প্রহরে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন :

يا أيها الركب المعرسونا

أكل هذا الليل ترقدونا؟

ألا تقومون فتصلونا؟

"হে ঘুমন্ত কাফেলা, রাতভর কি ঘুমিয়েই কাটাবে? উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে না?"'

---

৮৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৫১।

তিনি বলেন, 'তার ডাক শুনে পরিবারের সবাই জেগে ওঠে। কেউ হাত তুলে আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করে, কেউ প্রাণখুলে দুআ করে, কেউ তিলাওয়াত করে, কেউ অজু করে। এভাবে যার যার মতো করে সবাই ইবাদতে লেগে যায়। এরপর ফজর হলে উচ্চ আওয়াজে তিনি ঘোষণা করতেন, "ফজরের সময় নৈশভ্রমণকারীরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।"'[৮৯]

امنع جفونك أن تذوق مناما

وذر الدموع على الخدود سجاما

واعلم بأنك ميت ومحاسب

يا من على سخط الجليل أقاما

لله قوم أخلصوا في حبه

فرضي بهم واختصهم خداما

قوم إذا جن الظلام عليهم

باتوا هنالك سجدًا وقيامًا

خمص البطون من التعفف ضمرا

لا يعرفون سوى الحلال طعاما

'চোখদুটোকে ঘুমের স্বাদ থেকে দূরে রাখো। প্রবলবেগে অশ্রুধারা ছেড়ে দাও গণ্ডদ্বয়ের ওপর। হে মহান ক্ষমতাধরের

৮৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২২৯।

ক্রোধে নিপতিত, জেনে রাখো, তোমাকে একদিন মরতে হবে এবং হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা তাঁকে স্বচ্ছ হৃদয়ে ভালোবাসে। তিনিও তাদের ভালোবাসেন। আর তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন দ্বীনের সেবক হিসেবে। রাত যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তারা অবনত মস্তকে রবের দরবারে হাজিরা দেয়। খাদ্যাভাবে তাদের পেট যতই সংকুচিত হয়ে পড়ুক, যতই তাদের শরীর হোক হাড্ডিসার, হালাল ছাড়া কোনো খাবার ধরেও দেখে না তারা।’

রিয়াহ কাইসি ﷺ একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাত শেষে সকাল হলে মেয়েটি রুটি বানানোর জন্য আটা মাখতে লেগে গেলেন। রিয়াহ কাইসি বললেন, ‘তোমার এই কাজের সহায়তার জন্য কোনো মহিলা রাখলে বোধ হয় ভালো হতো।’ মেয়েটি বলল, ‘আমার বিয়ে হয়েছে রিয়াহ কাইসির সাথে, কোনো নাফরমান জালিমের সাথে আমার বিয়ে হয়নি।’ পরের রাতে মেয়েটিকে পরীক্ষা করার জন্য রিয়াহ কাইসি ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের প্রথম চতুর্থাংশে মেয়েটি নামাজ পড়লেন। তারপর ডেকে বললেন, ‘উঠুন, হে রিয়াহ।’ তিনি ‘উঠব’ বলেও উঠলেন না। পরবর্তী চতুর্থাংশেও মেয়েটি নামাজ পড়ে বললেন, ‘উঠুন, হে রিয়াহ।’ এবারেও তিনি ‘উঠব’ বললেন; কিন্তু উঠলেন না। পরবর্তী চতুর্থাংশেও মেয়েটি নামাজ পড়লেন। আবার ডেকে বললেন, ‘উঠুন, হে রিয়াহ।’ তিনি বললেন,

'উঠছি।' তখন মেয়েটি বললেন, 'রাত শেষ হতে চলেছে, নেককার লোকেরা সবাই একত্রিত হয়েছেন; কিন্তু আপনি এখনো ঘুমিয়ে আছেন। হে রিয়াহ, আমি জানি না, কীসে আপনাকে প্রতারিত করে রেখেছে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর বাকি চতুর্থাংশেও মেয়েটি নামাজ পড়লেন।'[৯০]

হাবিব আজমি বিন মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রী এক রাতে ঘুম থেকে উঠলেন। হাবিব আজমি তখনও ঘুমিয়ে ছিলেন। রাতের শেষ প্রহর শুরু হলে তাকে ডেকে দিলেন এবং বললেন, 'উঠুন, রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। আপনার সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ পথ; অথচ পাথেয় খুব স্বল্প! নেককারদের কাফেলা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আমরাই কেবল পেছনে পড়ে আছি।'[৯১]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আখিরাতে কামিয়াব হতে চায়, সে যেন তার অন্তরকে সব সময় লক্ষ্য অর্জনের পথে অবিচল রাখে; জিহ্বাকে বেহুদা কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে—আল্লাহর জিকির ও ইমান-জাগানিয়া আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং প্রবৃত্তির আনুগত্য থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ওয়াজিব ও মুসতাহাব আমলগুলো মনোযোগ সহকারে আদায় করে।

---

৯০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪৪৪ পৃ.।
৯১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/৩৫।

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত এইভাবে জীবনযাপন করে।[৯২]

হাসসান বিন আবু সিনান ﷺ-এর স্ত্রী বলেন, 'হাসসান আমার সাথে এক বিছানায় ঘুমাতেন। তারপর আমার সাথে কৌশল করতেন, যেভাবে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কৌশল করে। যখন মনে করতেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, সন্তর্পণে বিছানা থেকে বের হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমি তাকে বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, নিজেকে আর কত কষ্ট দেবেন? নিজের প্রতি একটু নম্র হোন" তিনি বললেন, "চুপ করো, কী বলো এসব তুমি?! অচিরেই আমি তো এক ঘুমের রাজ্যে চলে যাব, যে ঘুম থেকে উঠব দীর্ঘকাল পরে।"'[৯৩]

হে পাঠক, সফর শেষ হয়, যদি মুসাফির রাস্তার ওপর অটল থাকে এবং রাতেও সফর অব্যাহত রাখে। মুসাফির যদি রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং সারা রাত ঘুমিয়ে কাটায়, তবে সে তার গন্তব্যে কীভাবে পৌঁছুবে?[৯৪]

হাসান বিন আবু সালিহ ﷺ-এর এক দাসী ছিল। তিনি তাকে অন্য এক পরিবারের কাছে বিক্রি করে দিলেন। ফজর হওয়ার আগে সেই দাসীটি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন

---

৯২. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩১ পৃ.।

৯৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৭৭, আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৮ পৃ.।

৯৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩১ পৃ.।

এবং 'আস-সালাহ আস-সালাহ'—নামাজ, নামাজ—বলে ডাকতে শুরু করলেন। নতুন পরিবারের লোকেরা তাকে বলল, 'ফজর হতে এখনো অনেক সময় বাকি। ফজরের ওয়াক্ত আসার আগে আমাদের ডেকো না।' দাসীটি অবাক হয়ে বললেন, 'আপনারা কি শুধু ফরজ নামাজই আদায় করেন?!' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' এরপর দাসীটি হাসান ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন, 'হে আমার মনিব, আপনি আমাকে এমন পরিবারের কাছে বিক্রি করেছেন, যারা শুধু ফরজ নামাজ আদায় করে। আমাকে তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিন।' তারপর তিনি সেই দাসীকে পুনরায় নিজের কাছে নিয়ে আসলেন।[৯৫]

ইবরাহিম বিন ওয়াকি ﷺ বলেন, 'আমার পিতা রাতে যখন নামাজ পড়তে উঠতেন, তখন বাড়ির অন্যরাও নামাজ পড়তে উঠে যেতেন। এমনকি আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ দাসীটিও নামাজে দাঁড়িয়ে যেত।'[৯৬]

প্রিয় ভাই, দেখেছ তো, আমাদের সালাফগণ কীভাবে পুরো পরিবারে কল্যাণ ছড়িয়ে দিতেন? এমনকি তাদের ইবাদতের প্রভাব খাদিমদের ওপরেও পড়ত।

আবু হুরাইরা ﷺ-এর একটি রাতের দিকে লক্ষ করো। কীভাবে তাঁর রাত কাটত। আবু উসমান নাহদি ﷺ বলেন,

---

৯৫. আল-ইহইয়া : ১/৪২০।
৯৬. আস-সিয়ার : ৯/১৪৯, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৭১।

'আমি আবু হুরাইরা ﵁-এর বাড়িতে সাত দিনের জন্য মেহমান হলাম। তখন আমি দেখলাম, তিনি, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর দাসী রাতকে তিনভাগে ভাগ করে নেন। একভাগে নিজে, একভাগে স্ত্রী এবং অপরভাগে দাসী নামাজ পড়েন এবং প্রত্যেকেই তার সময় শেষ হলে অপরজনকে ডেকে দেন।'[৯৭]

আমার ভাই, দেখলে তো, সালাফগণ কীভাবে রাত্রিযাপন করতেন? কীভাবে তারা সময়ের মূল্যায়ন করতেন? কিন্তু আফসোস, আমরা কোনো পরোয়া ছাড়াই আমাদের সময় ও জীবনকে নষ্ট করে চলছি! হেলায় কেটে যাওয়া সময়ের জন্য একটু মায়াও জাগে না আমাদের মনে! যেন সময়ই সবচেয়ে নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু আমাদের কাছে! অথচ প্রতিটি মিনিট একেকটি মূল্যবান সম্পদ। যে নিশ্বাস আমরা ছেড়ে দিই, সেটি আর কখনো ফিরে আসবে না। এই জীবনের প্রতিটি অংশের হিসাব নেওয়া হবে। তাই হিসাবের জন্য তৈরি হও। সময়কে মূল্যায়ন করো।

সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যে যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, ততদিন শক্তিকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করেছে; আর যখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়েছে।[৯৮]

---

৯৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৬৯২, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ রচিত আজ-জুহদ : ২৫৯ পৃ.।

৯৮. বাইহাকি ﵀ রচিত কিতাবুজ জুহদ : ২৮৪।

জুবাইদ বিন হারিস ﵀ রাতকে তিনভাগে ভাগ করতেন। একভাগ নিজের জন্য, একভাগ তার প্রথম ছেলের জন্য, আরেক ভাগ দ্বিতীয় ছেলে আব্দুর রহমানের জন্য। তার অংশে তিনি ইবাদত করতেন। তারপর প্রথম সন্তানকে বলতেন, 'ওঠো, নামাজ পড়ো।' ছেলে উঠতে অলসতা করলে তার অংশেও তিনি নামাজ পড়তেন। তারপর তৃতীয় ভাগ শুরু হলে দ্বিতীয় ছেলেকে বলতেন, 'ওঠো, নামাজ পড়ো।' সেও যদি উঠতে অলসতা করে, তার অংশেও তিনি নামাজ পড়তেন। এভাবে রাতভর নামাজ পড়তেন।[৯৯]

হাসান বিন আলি ﵄ রাতের প্রথম ভাগে নামাজ পড়তেন। আর হুসাইন ﵄ রাতের শেষ ভাগে নামাজ পড়তেন। এভাবে দুই ভাই মিলে সারা রাত নামাজ পড়তেন।

يا نائم الليل كم ترقد؟ •• قم يا حبيبي قد دنا الموعد

وخذ من الليل وأوقاته •• وردًا إذا ما هجع الرقد

'হে ঘুমন্ত, আর কত ঘুমাবে? ওঠো হে বন্ধু, মৃত্যু কাছেই চলে এসেছে। ঘুমন্তরা যখন ঘুমে বেঘোর থাকে, রাতের একটি অংশে তুমি ইবাদত করো।'

সুলাইমান তাইমি ﵀ সপরিবারে রাতে ইবাদত করার জন্য রাতকে ভাগ করে নিতেন। বলতেন, 'এসো, আমরা রাতকে ভাগ করে নিই। তোমরা চাইলে রাতের প্রথম

---

৯৯. আস-সিয়ার : ৫/২৯৬।

অংশেও ইবাদত করতে পারো, আবার চাইলে শেষ অংশেও ইবাদত করতে পারো।'[১০০]

ওয়াকি বিন জাররাহ ﷺ বলেন, 'সালিহ বিন হাই-এর দুই ছেলে আলি ও হাসান এবং তাদের মা রাতকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম ভাগে আলি ইবাদত করতেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে যেতেন এবং হাসান উঠে দ্বিতীয় ভাগে ইবাদত করতেন। এরপর হাসান ঘুমিয়ে যেতেন এবং তাদের মা উঠে রাতের অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশে ইবাদত করতেন। যখন তাদের মা মারা গেলেন, তখন দুই ভাই মিলে রাতকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন এবং দুই ভাই মিলে ফজর পর্যন্ত ইবাদত করতেন। পরে আলি মারা গেলে হাসান ﷺ একাই সারা রাত ইবাদত করতেন।'[১০১]

يا راقد الليل انتبه ** إن الخطوب لها سري

ثقة الفتى بزمانه ** ثقة محللة العرى

'হে ঘুমন্ত ব্যক্তি, সজাগ হও; কারণ রাতের দুর্যোগ গুপ্ত থাকে। যুবক তার সময়ের ওপর ভরসা করে থাকে; কিন্তু এ ভরসা পুরোটাই ভিত্তিহীন।'

---

১০০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৯।

১০১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৫২।

সালাফের বিস্ময়কর রাত্রি জাগরণ

সালাফের জীবনী পড়লে মনে হয় ইবাদতময় এক পরিবেশে আমরা প্রবেশ করেছি, তাদের সবরের দৈর্ঘ্য ও ইবাদতে মনোযোগ দেখে আমরা বিস্মিত হই।

কাতাদা বিন দিআমা ﵀ বলেন, 'রাত জেগে ইবাদতকারীদের খুব কমই মুনাফিক হয়।'

কেননা, মুনাফিকদের জন্য ইবাদত করাও অনেক কষ্টকর। রাত জেগে কিয়ামুল লাইল আদায় করার কথা তো বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যারা সত্যিকারের মুমিন, তারা ইবাদতের মাঝে স্বাদ পায়। তাই তারা না ঘুমিয়ে ইবাদত করে। যে ব্যক্তি রাতের আগমনের অপেক্ষায় থাকে এবং ইবাদতময় একটি রাত যাপন করতে পেরে আনন্দিত হয়, তার চোখে কীভাবে ঘুম নামতে পারে।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'সূর্যাস্তের পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া আঁধার দেখে আমার মন আনন্দে ভরে যায়; কারণ এই অন্ধকার আমাকে রবের সাথে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। আর সূর্যোদয়ের পর যখন চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন আমার মনজুড়ে বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ে; কারণ তখন আমার চারপাশে মানুষের সমাগম শুরু হয়।'[১০২]

---

১০২. আল-ইহইয়া : ১/৪২৩।

ইবনে আবি জিব ﵀-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন। ইবাদতের ময়দানে খুব চেষ্টা-মুজাহাদা করতেন। তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যে, যদি তাকে বলা হতো, 'আগামীকাল কিয়ামত হবে' তবুও তিনি স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত করার সুযোগ পেতেন না।[১০৩]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

একবার দাইগাম ﵀ দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়লে বসে ইবাদত করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর বসে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়লে শুয়ে শুয়ে ইবাদত করতে লাগলেন। একসময় সিজদাবনত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি তার দুআয় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করি, সুতরাং আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করুন।'[১০৪]

কী আশ্চর্য! আমাদের অনেককে আল্লাহ তাআলা সুস্থতা, শক্তি ও উদ্যম দান করেছেন; কিন্তু তাদের আমলের পরিমাণ সমান নয়। অনেকে তো তিন রাকআত বিতিরও পড়ে না! অথচ সে যদি সারা রাত নামাজ পড়ে, তবুও এতটুকু দুর্বল হবে না। অনেক যুবক শরীরচর্চার জন্য প্রতিদিন তিন কি চার কিলোমিটার দৌড়ায়। এ নিয়ে তারা আবার গর্বও

---

১০৩. আস-সিয়ার : ৭/১৪১।
১০৪. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৮ পৃ.।

করে; কিন্তু তারাই আবার রাতে মাত্র দুই রাকআত নামাজ পড়তে অবহেলা করে।

উসমান ﷺ দিনে রোজা রাখতেন এবং রাতে নামাজ পড়তেন। কেবল রাতের প্রথমাংশে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাতেন।[১০৫]

ইমাম আবু হানিফা ﷺ রাতের অর্ধাংশ ইবাদত করতেন। একদিন তিনি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা বলল, 'এই ব্যক্তি সারা রাত জেগে থেকে ইবাদত করেন।' তখন তিনি মনে মনে বললেন, 'যে গুণ আমার মাঝে নেই, সে গুণে গুণান্বিত হওয়াতে আমি লজ্জা অনুভব করি।' এর পর থেকে তিনি সারা রাত ইবাদত করতেন। বর্ণিত আছে যে, এর পর থেকে তার কোনো বিছানাই ছিল না![১০৬]

এই যে ইবাদতে তাদের ধৈর্য ও অটলতা, এটি নেককারদের জন্য আল্লাহর বিশেষ একটি সাহায্য। না হলে এমনটি সম্ভব হতো না। যেমন, ফুজাইল ﷺ বলেন, 'রাতের প্রথম ভাগে যখন আমি উপনীত হই, তখন রাতের দৈর্ঘ্য আমার মনে ভয় ধরিয়ে দেয়—এত দীর্ঘ রাত কীভাবে ইবাদতে কাটাব? এ ভয় নিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত শুরু করি। পরে দেখা যায়, মন ভরে ইবাদত করার পূর্বেই সকাল হয়ে যায়।'[১০৭]

---

১০৫. ইমাম আহমাদ ﷺ রচিত আজ-জুহদ : ১৮৯ পৃ.।

১০৬. আল-ইহইয়া : ১/৪২০।

১০৭. আল-ইহইয়া : ১/৪২০।

ما يقوم الليل إلا ** من له عزم وجد

ليس شيء كصلاة الـ ** ليل للقبر يعد

'রাতে কেবল সে-ই ইবাদত করতে পারে, যার ইচ্ছা দৃঢ়, মনোবল শক্ত। আর জানোই তো, রাতের নামাজের মতো কবরজীবনের জন্য উপকারী কোনো আমল নেই।'[১০৮]

ইবনে জুরাইজ ﷺ-এর কথাটি একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনো। তিনি বলেন, 'আমি আঠারো বছর যাবৎ আতা বিন আবু রাবাহ ﷺ-এর সংশ্রবে ছিলাম। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরও যখন তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়াতেন, তখন এক রাকআতে সুরা বাকারা থেকে দুইশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। একটু এদিক সেদিক নড়াচড়াও করতেন না।'[১০৯]

বিশর বিন মুফাজ্জল ﷺ ফুজাইল ﷺ-এর জন্য মসজিদে একটি চাটাই বিছিয়ে দিতেন। রাতের প্রথম ভাগে তিনি কিছুক্ষণ নামাজ পড়তেন। ঘুম বেশি আসলে সেই চাটাইয়ের ওপর শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। তারপর উঠে আবার নামাজ পড়তেন। ঘুম আসলে আবার কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। এরপর আবার জেগে উঠে ইবাদত করতেন। এভাবে সকাল হয়ে যেত।[১১০]

---

১০৮. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ২৯৫ পৃ.।

১০৯. আস-সিয়ার : ৫/৮৭।

১১০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৩৮।

ছুড়ে ফেলুন গাফিলতির চাদর

প্রিয় মুসলিম ভাই, মহান রব্বুল আলামিনের ইবাদত থেকে গাফিল থেকো না, যিনি তোমার জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রেখেছেন এবং তোমার দিন ও নিশ্বাসের পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সবকিছুই তোমার হাতছাড়া হয়ে যাক; কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য যেন তোমার হাতছাড়া না হয়।[১১১]

لهاك النوم عن طلب الأماني

وعن تلك الكوانس في الجنان

تعيش مخلدًا لا موت فيها

وتلهو في الخيام مع الحسان

تيقظ من منامك إن خيرًا

من النوم التهجد بالقرآن

'ঘুম তোমাকে তোমার স্বপ্ন পূরণের পথ থেকে বিমুখ করে রেখেছে। জান্নাতের সুরম্য প্রাসাদ থেকেও। যেখানে তুমি আজীবন থাকবে। মৃত্যু নেই সেখানে। আরামদায়ক তাঁবুতে বসে সুন্দরী সঙ্গিনী নিয়ে মত্ত থাকবে তুমি সেখানে। এসব পেতে চাইলে ঘুম থেকে উঠে যাও। এই ঘুমের চেয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে তাহাজ্জুদ পড়া অনেক উত্তম।'[১১২]

---

১১১. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৯ পৃ.।

১১২. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ২২৫ পৃ.।

আবুল জুয়াইরিয়া ﷺ বলেন, 'আমি ছয় মাস ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর সাহচর্যে ছিলাম। তাকে কোনো রাতে আমি বিছানায় পিঠ রাখতে দেখিনি।'[১১৩]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর ব্যাপারে তার ছেলে বলেন, 'আমার পিতা প্রতিদিন কুরআনের এক-সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করতেন। ইশার নামাজের পরে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। তারপর উঠে যেতেন এবং ফজর পর্যন্ত নামাজ ও দুআয় মশগুল থাকতেন।'[১১৪]

সালিহিনের ইবাদতের যেসব চিত্র এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের দেখালাম, এতে তাদের আমলের পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য ফুটে উঠেনি। তাদের ইবাদতের পরিধি ও আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের কর্মসূচি আরও সমৃদ্ধ ও ব্যাপক ছিল। কারণ তারা জানতেন, এই দুনিয়া আমলের স্থান। দুনিয়ার এ জীবনে আমল আছে, হিসাব নেই। আর আখিরাতের জীবনে হিসাব আছে, আমল নেই।

অনেক সালাফের ব্যাপারেই প্রসিদ্ধি আছে, তারা রাতভর ইবাদত করতেন; ইশার সালাতের অজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন। তাদের কারও নাম-পরিচয় আমরা জানি, কারও জানি না। পরিচিতজনদের কয়েকজন হলেন :

---

১১৩. আল-ইহইয়া : ১/৪২০।

১১৪. আস-সিয়ার : ১১/২১৪।

- সাইদ বিন মুসাইয়িব, সাফওয়ান বিন সুলাইম ও মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ﷺ। তারা ছিলেন মদিনার অধিবাসী।
- ফুজাইল ও উহাইব ﷺ। তারা ছিলেন মক্কার অধিবাসী।
- তাউস ও ওয়াহাব ﷺ। তারা ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী।
- রবি বিন খুসাইম ও হাকাম ﷺ। তারা ছিলেন কুফার অধিবাসী।
- আবু সুলাইমান দারানি ও আবু জাবির ﷺ। তারা ছিলেন পারস্যের অধিবাসী।
- আরও আছেন সুলাইমান তাইমি, মালিক বিন দিনার ও ইয়াজিদ রাকাশি ﷺ।[১১৫]

প্রিয় মুসলিম ভাই,

ইবনে ইসহাক ﷺ বলেন, 'একবার আব্দুর রহমান আসওয়াদ ﷺ আমাদের এখানে হজ করতে এলেন। হজ করতে গিয়ে তার এক পা আঘাতপ্রাপ্ত হলো, তা সত্ত্বেও রাতে তিনি এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে ফজর পর্যন্ত নামাজ পড়লেন।'[১১৬]

---

১১৫. আস-সিয়ার : ৫/১২।
১১৬. আল-মুদহিশ : ৪৩১ পৃ.।

মাসরুক رحمه الله-এর স্ত্রী বলেন, 'মাসরুকের কোনো অসুখ ছিল না, তবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার কারণে তার পা-দুটি ফুলে গিয়েছিল।'

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله-এর ছেলে আব্দুল্লাহ رحمه الله বলেন, 'আমার পিতা প্রতিদিন রাতে-দিনে তিনশ রাকআত নফল নামাজ পড়তেন। কুরআন মাখলুক না হওয়ার প্রবক্তা হওয়ায় তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাত-দিন মিলিয়ে দেড়শ রাকআত নফল নামাজ পড়তেন। মাঝেমধ্যে একশ আশি রাকআত পর্যন্ত পড়তেন। তিনি প্রতিদিন এক-সপ্তমাংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এভাবে সাত দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। আবার দিনের নামাজ ব্যতীত শুধু রাতের নামাজেও প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। ইশার নামাজের পর অল্পক্ষণের জন্য তিনি ঘুমাতেন। তারপর উঠে ফজর পর্যন্ত নামাজ ও দুআয় মশগুল থাকতেন।'[১১৭]

সুলাইমান তাইমি رحمه الله প্রতি সিজদায় সত্তর বার তাসবিহ পড়তেন![১১৮]

কীভাবে তারা এত ইবাদত করতে সক্ষম হতেন?! আমরা তো আল্লাহর কাছে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার অভিযোগ করা ছাড়া কিছুই করতে পারি না!

---

১১৭. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ : ৩৫৭ পৃ.।

১১৮. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১৫১ পৃ.।

فكم بين مشغول بطاعة ربه

وآخر بالذنب الثقيل مقيد

فهذا سعيد بالجنان منعم

وذاك شقي في الجحيم مخلد

كأني بنفسي في القيامة واقف

وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد

'আল্লাহর ইবাদতে রত ব্যক্তি আর গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির মাঝে কী বিশাল পার্থক্য! একজন চির শান্তির জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পেয়ে ধন্য, আরেকজন চির অশান্তির জাহান্নাম পেয়ে দুর্ভাগা। আমি মাঝেমধ্যে নিজেকে কিয়ামতের মাঠে কল্পনা করি। তখন ভয়ে আমার চোখ প্লাবিত হয়, শরীরের জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায়।'

আল্লাহর প্রতি মহব্বতের আরেকটি নিদর্শন হলো, রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করা। এই মুনাজাতে যে স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া যায়, দুনিয়ার কোনো খুশি-আনন্দ ও স্বাদ-উপভোগ তার কাছে কিছুই নয়। এ সম্পর্কে আবু সুলাইমান ﷺ-এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'রাত জেগে ইবাদতকারীরা আঁধারের মাঝে যে স্বাদ খুঁজে পায়, তা খেল-তামাশায় লিপ্ত লোকেরাও পায় না। যদি

রাত না হতো, তবে রাতের ইবাদতকারীরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চাইত না।'[১১৯]

ইবনে মুনকাদির ﷺ বলেন, 'দুনিয়ার স্বাদ-উপভোগের মধ্যে কেবল তিনটি অবশিষ্ট থাকে : রাতের ইবাদত, বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ ও জামাআতে নামাজ।'[১২০]

আমাদের সালাফগণ ইবাদতে স্বাদ অনুভব করতেন, আর বর্তমান যুগের অবস্থা হলো, মানুষ ইবাদতকে খুব ভারী মনে করে এবং ইবাদত থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলা থেকে বিমুখ হয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে বাদ দিয়ে মানুষজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[১২১]

যে রাতকে আমরা অহেতুক কাজে নষ্ট করি, সেই রাত কেটে যখন ভোর হতো তারা ব্যথিত হতেন। রাতে ইবাদত করে এবং দিনে রোজা রেখে তারা আনন্দিত হতেন। কী পার্থক্য তাদের ও আমাদের মাঝে!? আমরাও কি পারি না তাদের মতো হতে?

---

১১৯. আল-ইহইয়া : ১/৪২৩।

১২০. আল-ইহইয়া : ১/৪২৩।

১২১. আল-ফাওয়ায়িদ : ১০৮ পৃ.।

রাতের বিদায় যে তাদের জন্য কতটা কষ্টকর ছিল, তা আলি বিন বিকার ﵀-এর কথা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'গত চল্লিশ বছর ধরে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করে, তা হলো ফজরের আগমন।'[১২২]

صلاتك نور والعباد رقود ** ونومك ضد للصلاة عنيد

'মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন উঠে নামাজ পড়া তোমার জন্য নুর। এই নামাজের সবচেয়ে বড় বাধা হলো তোমার ঘুম।'[১২৩]

তুমি কি খেয়াল করেছ, ইবাদতের প্রতি তাদের কীরূপ ভালোবাসা ছিল? ইবাদতে কেমন ধারাবাহিকতা ছিল তাদের? এ জন্যই তো আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ইবাদতকে দুনিয়ার স্বাদ-উপভোগে পরিণত করে দিয়েছিলেন।

সাবিত বুনানি ﵀ বলতেন, 'কিয়ামুল লাইলে যে স্বাদ আমি পাই, তা অন্য কোনো কিছুতে পাই না।'[১২৪]

রাত ছিল তাদের জন্য আমল ও ইবাদতের সুবর্ণ সুযোগ। আসমান-জমিনের পালনকর্তার সাথে একান্তে মুনাজাতের অমূল্য মুহূর্ত। তাই তো রাতের আগমনে তারা আনন্দিত হতেন এবং বিদায়ে ব্যথিত হতেন।

---

১২২. আল-ইহইয়া : ১/৪২৩।
১২৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২৬৫ পৃ.।
১২৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬২।

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তার মৃত্যুর সময় কাছে চলে আসলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি না দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণে কাঁদছি, না মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁদছি। আমি কাঁদছি মধ্যাহ্নের তৃষ্ণা (যা রোজা রাখার ফলে অনুভব করতাম) এবং শীতের রাতের ইবাদতের বিরহে।'

শীতকালে দিনে রোজা রাখতে এবং রাতে নামাজ পড়তে অন্যান্য মৌসুমের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক। এ জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম দিয়েছেন 'অনায়াসলব্ধ গনিমত'।[১২৫]

بكى الباكون للرحمن ليلاً ** وباتوا وهم لا يسأمونا

بقاع الأرض من شوق إليهم ** تحن متى عليها يسجدونا

'গভীর রজনীতে ক্রন্দনকারী রহমানের ভয়ে অঝোর ধারায় কাঁদে। ঘুমহীন রাত কেটে যায় তাদের। বিরক্তি আসে না একটুও। জমিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে, কবে তাহাজ্জুদগুজার বান্দারা তার ওপর সিজদাবনত হবে।'[১২৬]

খুলদি ﷺ বলেন, 'জনৈক মৃত ব্যক্তিকে আমি স্বপ্নে দেখলাম। তাকে বললাম, "আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?" তিনি বললেন, "কিতাবের

১২৫. সুনানুত তিরমিজি : ৭৯৭, মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯৫৯।
১২৬. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ৩৩১ পৃ.।

ইবারত, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম মাসআলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রুসুম-রেওয়াজ কোনো কিছুই কাজে আসেনি। আমার উপকারে এসেছে কেবল সেই দুই রাকআত নামাজ, যা আমি রাতের শেষ প্রহরে পড়তাম।'"

প্রিয় পাঠক, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

ومن كان يرغب في النجاة فما له

غير اتباع المصطفى فيما أتى

ذاك السبيل المستقيم وغيره

سبل الظلالة والغواية والردى

فاتبع كتاب الله والسنن التي

صحت فذاك إن اتبعت هو الهدى

'মুক্তি পেতে চাও? মুক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণেই নিহিত। তাঁর আনীত দ্বীনই একমাত্র সরল পথ। বাকি সব গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা। সুতরাং যদি হিদায়াতের পথে পরিচালিত হতে চাও, তাহলে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর অনুসরণ করো।'[১২৭]

---

১২৭. আস-সিয়ার : ২৩/৩১৪।

তাহাজ্জুদ আদায়ে সহায়ক কিছু কাজ

যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চায়, পুণ্যবানদের কাতারে শামিল হতে চায়, তার জন্য নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করা আবশ্যক :

১. অতিরিক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা। কারণ বেশি খেলে পানিও বেশি খেতে হয়। এতে শরীরে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়ে ঘুম প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

২. দিনের বেলা শরীরকে খুব বেশি ক্লান্ত করে দেয় এমন কর্ম থেকে বিরত থাকা; কারণ এর ফলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুকোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই রাতে খুব ভারী ঘুম আসে।

৩. দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমানো। এটা সুন্নাতও বটে। আর কিয়ামুল লাইলের জন্য সহায়কও।

৪. অন্তরে মুমিনদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না থাকা। বিদআত, কুসংস্কার এবং দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা। কেননা এইসব রোগ আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করে দেয়।

৫. দিনে গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা। কারণ গুনাহ কলবকে শক্ত করে দেয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৬. অন্তরে দুনিয়ার দীর্ঘ আশা লালন না করা। তাকওয়া অবলম্বন করা। কিয়ামত দিবস ও জাহান্নামের বিভীষিকা সম্পর্কে চিন্তা করা।

প্রিয় ভাই,

মনে রেখো, তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পা ফুলে যেত। এ ছাড়াও আমাদের সালাফে সালিহিন এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তুমি কি চাও না সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জান্নাতে তাঁদের প্রতিবেশী হতে? তুমি কি চাও না আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত দল : নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও নেককারদের সঙ্গী হতে? এঁরাই তো সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী!

প্রিয় মুসলিম ভাই, তুমি চাইলে সালাফের যোগ্য খালাফ হতে পারো। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তুমি কিয়ামুল লাইল আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠো; আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করো। এতে তোমার কলব জীবন্ত হয়ে উঠবে; হৃদয়ে জ্বলে উঠবে ইমানের দীপশিখা।

আল্লাহ তাআলা আমাকে, তোমাকে এবং সবাইকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ - كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا

﴿يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

'মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত ও ঝরনাধারার মাঝে। তাদের রবের দেওয়া নিয়ামত উপভোগ করবে। কারণ পার্থিব জীবনে তারা নেককার ছিল। তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।'[১২৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরে কিংবা সফরে যেখানেই থাকতেন না কেন, কখনো তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। তিনি সাধারণত এগারো রাকআত বা তেরো রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তেন। রাতের প্রথম ভাগে চার অথবা ছয় রাকআত পড়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন। এরপর আল্লাহর জিকির করতেন। ঘুম থেকে ওঠার সময় বলতেন :

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করেছেন। তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[১২৯]

---

১২৮. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৫-১৮।

১২৯. সহিহুল বুখারি : ৬৩১২, সহিহু মুসলিম : ২৭১১।

তারপর তিনি পবিত্রতা অর্জন করে সংক্ষিপ্ত আকারে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। কখনো কখনো তিনি মধ্যরাতে উঠে যেতেন। মাঝেমধ্যে এর কিছুক্ষণ আগে বা পরেও উঠতেন। অনেক সময় মোরগের ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠতেন। মোরগ সাধারণত রাতের দ্বিতীয় ভাগে ডাকে। আর প্রায়ই তিনি কিয়ামুল লাইল ধারাবাহিকভাবে আদায় করতেন, কখনো আবার মাঝখানে ঘুমোতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ ও বিতির কয়েক পদ্ধতিতে আদায় করতেন।

প্রথম পদ্ধতি :

রাসুলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় কিয়ামুল লাইল ধারাবাহিকভাবে টানা আদায় করতেন, কখনো আবার মাঝখানে বিরতি দিতেন। যেমন ইবনে আব্বাস ؓ যে রাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন, সে রাতের হাদিসে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করলেন। তারপর অজু করে তিলাওয়াত করলেন :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

'নিশ্চয় আসমানমণ্ডলী ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১৩০]

---

১৩০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৯০।

এই আয়াত থেকে শুরু করে এ সুরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে নামাজে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামাজ পড়লেন। সে নামাজের কিয়াম, রুকু ও সিজদা খুবই দীর্ঘ ছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে তিনবারে মোট ছয় রাকআত নামাজ পড়লেন। প্রতিবারেই মিসওয়াক করলেন, অজু করলেন এবং উক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। তারপর তিন রাকআত বিতির পড়লেন। এরপরেই মুয়াজ্জিন আজান দিল। তখন তিনি এই দুআ পড়তে পড়তে মসজিদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন :

«اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا»

'হে আল্লাহ, আমার কলবে নুর দান করুন। আমার কানে, চোখে, ডানে, বামে, সামনে, পেছনে, ওপরে ও নিচে নুর দান করুন। আমাকে নুর দান করুন।'[১৩১]

ইবনে আব্বাস ﷺ সংক্ষিপ্ত আকারে দুই রাকআত নামাজ পড়ে শুরু করার কথা উল্লেখ করেননি, যেটা আয়িশা ﷺ উল্লেখ করেছেন। হয়তো রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো এ দুই রাকআত পড়তেন, কখনো ছেড়ে দিতেন অথবা এও হতে পারে যে, এর দুই রাকআতের কথা আয়িশা ﷺ-এর মনে ছিল, কিন্তু ইবনে আব্বাস ﷺ-এর মনে ছিল না।

---

১৩১. সহিহ্ মুসলিম : ৭৬৩।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : যেভাবে আয়িশা ﷺ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে দুই রাকআত পড়ে শুরু করতেন। এরপর এগারো রাকআত পূর্ণ করতেন। প্রতি দুই রাকআত পরপর সালাম ফেরাতেন এবং এক রাকআত বিতির পড়তেন।

তৃতীয় পদ্ধতি : উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তেরো রাকআত পড়তেন।

চতুর্থ পদ্ধতি : আট রাকআত পড়তেন। প্রতি দুই রাকআত পরপর সালাম ফেরাতেন। তারপর এক সালামে পাঁচ রাকআত বিতির পড়তেন। পাঁচ রাকআতের মধ্যে কেবল সর্বশেষ রাকআতে বসতেন। মাঝখানে কোনো রাকআতে বসতেন না।

পঞ্চম পদ্ধতি : নয় রাকআত পড়তেন। প্রথমে টানা আট রাকআত পড়তেন। মাঝখানে কোনো রাকআতে বসতেন না। কেবল অষ্টম রাকআতে বসতেন। অষ্টম রাকআতে বসে আল্লাহর জিকির ও হামদ পাঠ করতেন এবং দুআ করতেন। এরপর সালাম না ফিরিয়ে নবম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর বসে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফেরাতেন। সালাম ফেরানোর পর বসে বসে দুই রাকআত পড়তেন।

ষষ্ঠ পদ্ধতি : পঞ্চম প্রকারে উল্লেখিত নয় রাকআতের মতো করে সাত রাকআত পড়তেন। তারপর বসে বসে আর দুই রাকআত পড়তেন।

সপ্তম পদ্ধতি : দুই রাকআত দুই রাকআত করে নামাজ পড়তেন। তারপর তিন রাকআত বিতির পড়তেন। শেষের দুই রাকআত ও বিতিরকে আলাদা করতেন না।

অষ্টম পদ্ধতি : নাসায়ি ﷬ হুজাইফা ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রমাদানে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে নামাজ পড়লেন। রুকুতে গিয়ে তিনি (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) পড়লেন। কিয়ামে যতক্ষণ ছিলেন, রুকুতেও ঠিক ততক্ষণ ছিলেন। তারপর রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) পড়লেন। রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ঠিক ততক্ষণ দাঁড়ালেন, যতক্ষণ রুকুতে ছিলেন। তারপর সিজদায় গেলেন। সিজদায় গিয়ে (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) পড়লেন। সিজদায় ততক্ষণ ছিলেন, যতক্ষণ কিয়ামে ছিলেন। সিজদা থেকে উঠে (رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي) পড়লেন। এখানেও ঠিক ততক্ষণ অবস্থান করলেন, যতক্ষণ কিয়াম অবস্থায় ছিলেন। এরপর প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করলেন। এভাবে কেবল চার রাকআত আদায় করলেন। ততক্ষণে বিলাল ﷺ নামাজের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ডাকতে আসলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো রাতের প্রথম ভাগে, কখনো মধ্যভাগে, কখনো শেষভাগে বিতির পড়তেন। এক রাতে সকাল পর্যন্ত কেবল একটি আয়াতই পড়তে থাকলেন। আয়াতটি হলো :

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।'[১৩২]

১৩২. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮।

তথ্যসূত্র

١- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية ط ١، ١٤٠٦ هـ

٢- بستان العارفين للإمام أبي يحيي زكريا بن شرف النووي، حققه محمد الجار.

٣- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية.

٤- تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، دار إحياء التراث العربي.

٥- تفسير ابن كثير، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكر ١٤٠١هـ

٦- جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، ط٥، ١٤٠٠هـ

٧- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية ط١، ١٤٠٧هـ

٨- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم، دار الكتاب العربي.

٩- رهبان الليل، سيد بن الحسين العفاني، مكتبة ابن تيمية ط١، ١٤٠٧هـ

١٠- زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ١٤٠٢هـ

١١- الزهد للإمام أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق محمد السعيد، دار الكتاب العربي ط١، ١٤٠٦هـ

١٢- الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح، محمد بن محمد بن يوسف الجزري، تحقيق محمد بسيوني، دار الكتاب العربي ط١، ١٤٠٦هـ

١٣- سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة ١٤٠١هـ

١٤- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي.

١٥- صفة الصفوة لابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس، دار المعرفة ١٤٠٥هـ

١٦- صيد الخاطر لابن الجوزي، دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤٠٧هـ

١٧- طبقات الشافعية لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق محمود محمد طناحي ورفيقه، دار إحياء الكتب العربية.

١٨- عقد اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، إبراهيم بن عبيد.

١٩- الفوائد لابن القيم الجوزية، دار النفائس.

٢٠- كتاب الزهد الكبير للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققه الشيخ عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية ط١، ١٤٠٨هـ

٢١- مختصر قيام الليل، شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، اختصرهما العلامة أحمد بن علي المقريزي.

٢٢- المدهش لأبي الفرج جمال الدين الجوزي، ضبطه وصححه د. مروان قباني، دار الكتب العلمية ط٢، ١٤٠٥هـ

٢٣- مناقب الإمام أحمد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ١٣٩٩هـ مكتبة الخانجي.

'আঁধার রাতে আলোর খোঁজে।' মূল আরবি নাম (أولئك الأخيار)। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاءِ)-এর একটি উপহার। বইটিতে উঠে এসেছে মহা ফজিলতপূর্ণ ইবাদত কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের কথা। শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে কিয়ামুল লাইলের প্রতি সালাফের ভালোবাসার নির্মল চিত্র, আঁধার রাতের নির্জন প্রহরে প্রিয় রবের সঙ্গে তাদের একান্ত আলাপচারিতার অনুপম আলেখ্য। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরা হয়েছে কিয়ামুল লাইলের বিপুল গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা। আরও বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামুল লাইলের তাওফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ এবং তাহাজ্জুদ আদায়ে সহায়ক কিছু কর্মসূচি। স্থানে স্থানে সংযোজিত একঝাঁক চয়িত কাব্যাংশ বইটির আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে।...

আশা করি চমৎকার এ বইটি অধ্যয়ন করে পাঠক কিয়ামুল লাইলের প্রতি অনুপ্রাণিত হবেন ইনশাআল্লাহ।

'আঁধার রাতে আলোর খোঁজে।' সালাফের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলোর আলোকে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সোনালি যুগের সোনার মানুষদের কিয়ামুল লাইল আদায়ের অনুপম দৃশ্য—তাদের রাত্রি জাগরণের আলো-ঝলমলে উপাখ্যান। আশা করি, বইটি আপনার অন্তরে জাগিয়ে তুলবে কিয়ামুল লাইলের ভালোবাসা। হৃদয়জুড়ে ছড়িয়ে দেবে রাতের নির্জন প্রহরে রবের সঙ্গে একান্ত আলাপনের মধুর তামান্না। তো পাঠক, চলুন বইটির ভেতরে যাই। শাইখের অভিনব উপস্থাপনায় অবগাহন করি ইলমের অনাস্বাদিত পাঠে। চলুন সোনালি যুগের বরেণ্য মনীষীদের সহযাত্রী হয়ে ঘুরে আসি কিয়ামুল লাইলের মুবারক অঙ্গন থেকে।...